কার্পাসডাঙ্গায় তিন প্রতিষ্ঠানে ৫৭ হাজার টাকা জরিমানা

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা বাজারে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে ৩ প্রতিষ্ঠানে ৫৭ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছে।

রবিবার জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এর সার্বিক নির্দেশনা এবং চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক এর তত্ত্বাবধানে চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ এর নেতৃত্বে দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা বাজার এলাকায় ভ্রাম্যমাণ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযানে কার্পাসডাঙ্গা বাজারে মেসার্স হারুন স্টোর থেকে জব্দ করা হয় বিপুল পরিমাণ নকল দেশি-বিদেশি তেল ও অন্যান্য কসমেটিকস। এছাড়াও রয়েছে মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্যের উপর নতুন করে মেয়াদ বাড়িয়ে লেখা পণ্য। দোকানদার নিজেও জানেন এগুলো নকল ও মেয়াদ উত্তীর্ণ।

তারপরও তিনি ভোক্তাদের সাথে এভাবে প্রতারণা করে আসছিলেন। ভোক্তা অধিকার বিরোধী এই কার্যের জন্য প্রতিষ্ঠানটির মালিক আহসান হাবিবকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯ এর ৪১ ও ৫১ ধারায় ৫০,০ ০০/- টাকা জরিমানা করা হয়। এসময় জব্দকৃত মালামাল পুড়িয়ে দেওয়া হয়।

এসময় মুল্যতালিকা যথাযথভাবে প্রদর্শন না করা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে পণ্য বিক্রয়ের জন্য মেসার্স শীলন স্টোরকে ৩৮,৪৩ ধারায় ১,০০ ০/- টাকা ও কলোনিপাড়ার মেসার্স আর এস বেকারিকে বেকারি পণ্যে অগ্রিম মেয়াদ লেখা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্যদ্রব্য তৈরির অপরাধে ৩৭,৪৩ ধারায় ৬,০০ ০/- টাকাসহ ০৩টি প্রতিষ্ঠানকে মোট ৫৭,০০ ০/- টাকা জরিমানা করা হয়।

এসময় উপস্থিত সবাইকে এই করোনাকালীন সময়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য অনুরোধ করা হয়। নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের একটি টিম। জনস্বার্থে এ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

দামুড়হুদায় লেবু চাষে লাভবান রমজান আলী

বারোমাসি সিডলেস লেবুর চাষ করে ব্যপক লাভবান হচ্ছেন চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদার হাউলি গ্রামের সফল সবজী চাষি রমজান আলী। নিজ গ্রামের মাঠে দুই বিঘা জমিতে চাষ শুরু করে ভালো লাভবান হওয়ায় এবার আরো তিন বিঘা জমিতে লেবুর চারা রোপন করেছেন।

স্বল্প শ্রম ও উৎপাদন খরচে কয়েকগুণ লাভ হওয়ায় ভিটামিন-সি সমৃদ্ধ প্রচুর রস ও সুঘ্রাণ যুক্ত এ লেবু স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে রাজধানী ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় সরবরাহ করা হচ্ছে। এছাড়াও তিনি মরসুম হিসাবে বিভিন্ন ধরনের চাষাবাদ করে থাকেন।

লেবু চাষি দামুড়হুদার হাউলী গ্রামের মৃত নুর হক মন্ডলের ছেলে রমজান আলি জানান, ২০১৮ সালের আষাড় মাসে সিলেটে বেড়ায়ে যেয়ে সিডলেস পাতি লেবুর বাগান দেখে সে এই বাগান করার সিদ্ধান্ত নেয়। ঐ সময় সেখান থেকে ৭০ টাকা পিচ দরে ১৪ হাজার টাকায় ২’শ কলমের চার কিনে আনে। পরবর্তিতে নিজের এক বিঘা ও তিন বছরের চুক্তিতে ৩০ হাজার টাকায় এক বিঘা জমি লীজ নিয়ে ২ বিঘা জমিতে ২’শ চারা রোপন করে।

এসময় ২ বিঘা জমি লীজ নেওয়া শ্রমিক দিয়ে চারা রোপন ও পরিচর্চা বাবদ খরচ হয় ৪৫ হাজার টাকা। চারা লাগানোর ৯ মাসের পর তার বাগানে ফুল আসা শুরু হয়। ঐ বছর সে দুই লক্ষ টাকার লেবু বিক্রি করে। গাছ বাড়ার সাথে সাথে গছে ফুল ফলে ভরে যায়।

চলতি বছরের রমজান মাসে তার দেড় লক্ষ টাকার লেবু বিক্রি হয়েছে এছাড়াও প্রতি মাসে ১০ থেকে ১২ হাজার টাকার লেবু বিক্রি হয়। এই লেবু স্থানীয় ব্যবসায়ী ও ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ব্যবসায়ীরা জমি থেকে কিনে নিয়ে যায়।

এছাড়াও তিনি এই লেবু গাছে কলম করে চারা বিক্রি শুরু করেছেন। চলতি বছরে ২ বিঘা জমিতে ১৬ হাজার টাকা খরচ করে ৪ হাজার কলমের চার করে ৩০ টাকা পিচ দরে বিক্রি করছেন। এখান থেকে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকার

চারা বিক্রি হবে।

বর্তমানে তার এই দুই বিঘা বাগানে পরিচর্চা সার, শ্রমিক মিলিয়ে এক বছরে খরচ হয় ২০ হাজার টাকা। বছরে লেবু ও চারা বিক্রি করে আসে ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার মত। চলতি বছর স্বল্প খরচে ভালো লাভবান হওয়ায় সে ১লক্ষ টাকায় ৩ বিঘা জমি লীজ নিয়ে বিভিন্ন জাতের চারা রোপন শুরু করেছে। ইতোমধ্যে প্রায় দুই বিঘা জমিতে লাগানে শেষ হয়েছে। তার দেখা দেখি অনেকেই এই সকল চাষের দিকে ঝুকে পড়েছে।

এই লেবু ছাড়া ও তার ২২ বিঘা জমিতে পেপে, ৬ বিঘা জমিতে কুল, ৬ বিঘা পেয়ারার বাগান, ছাড়াও তরমুজ, গ্রীষ্মকালিন তরমুজ, ভারতীয় বারোমাসী সজিনার ডাটা সহ বিভিন্ন ধরনের চাষাবাদ করে থাকে। সব মিলিয়ে সে একজন সফল চাষি।

উপজেলার কৃষি কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান বলেন, আমরা নিয়মিত লেবু চাষী রমজান আলীর বাগানের খোঁজ খবর নিয়ে থাকি ও সমস্ত ধরনের পরামর্শ দিয়ে আসছি। সে এই বাগান থেকে ভালো লাভবান হচ্ছে। আমাদের পরামর্শ নিয়ে এ বছর আরো তিন বিঘা জমিতে বাগান বাড়াচ্ছে।

এই অঞ্চলের মাটি বেশ উবর্র এবং এই মাটি সব ধরণের ফসল উৎপাদনে সক্ষম। বেকার যুবকেরা চাইলেই ফসলের চাষ করে নিজেদের স্বাবলম্বী করে তুলতে পারেন। আমরা তাদের সকল ধরণের সহযোগিতা করবো।

আলমডাঙ্গায় মহিলা ডাক্তারকে হেনস্থাকারী রহিম গ্রেফতার

আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার আশরাফুন নাহার নীনা ও আরএমও মোর্তজা আরেফিনকে লাঞ্চনাকারী রহিমকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শনিবার দিনগত গভীররাতে পাবনার রূপপুরে আত্মগোপনে থাকা রহিমকে গ্রেফতার করা হয়।

থানার অফিসার ইনচার্জ আলমগীর কবীর বলেন, করোনা মহামারির বিরুদ্ধে দেশের চিকিৎসকরা সন্মুখযোদ্ধা হিসেবে জীবনপন রেখে লড়ে

যাচ্ছে। এমন সময় অকারনেই এক মাস্তান হাসপাতালে ঢুকে ডাক্তারকে লাঞ্চনা করে। ঘটনার পরপরই পুলিশ তাকে গ্রেফতারের জোর চেষ্টা করেছিল। অবশেষে ৪৮ ঘন্টা না যেতেই তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই আমিনুল ইসলাম বলেন, ঘটনার পরপর পুলিশের সাড়াশি অভিযানে রহিম পাবনার রূপপুরে পালিয়ে যায়। তার মোবাইল ট্র্যাকিং করে আসামী রহিমের অবস্থান জানতে পারি। শনিবার রাতে রূপপুর থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

জানা গেছে, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সেও মেডিকেল অফিসার আশরাফুন নাহার নীনা বৃহস্পতিবার (১৬ জুলাই) দুপুরে হাসপাতালে দায়িত্ব পালন করছিলেন। এ সময় কুমারী ইউনিয়নের যাদবপুর গ্রামের আব্দুল মান্নানের ছেলে আব্দুর রহিম তার বাবার পায়ের পীড়ার সমস্যা সংক্রান্ত বিষয়ে কথা বলতে হাসপাতালে ঢোকেন। ডাক্তার আশরাফুন নাহার নীনা তার পিতাকে হাসপাতালে নিয়ে আসার পরামর্শ দেন। রোগীকে না দেখে ব্যবস্থাপত্র না দেওয়ারও কথা বলেন।

কিন্ত রহিম তার বাবার অনুপস্থিতিতেই চিকিৎসার ব্যবস্থাপত্র দিতে চাপাচাপি করতে থাকেন। এ পর্যায়ে দু‘জনে বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়েন। এতে ক্ষীপ্ত হয়ে আব্দুর রহিম ডাক্তার নীনার চুলের মুঠি ধরে হাসপাতাল থেকে বের করে দেয়ার হুমকি দেন।

এ সময় আব্দুর রহিমের হুমকি-ধামকিতে ডাক্তার নীনা অসহায় হয়ে পড়লে অপর একটি কক্ষ থেকে হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত আরএমও মোর্তজা আরেফিন বেরিয়ে আসেন। ডাক্তার আরেফিন ও নীনা রহিমকে ধরে আটকে ফেলতে যান। এ সময় উভয় পক্ষের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনাটি ঘটে। হাসপাতালের কলাপসেবল গেইটে তালা লাগিয়ে দেওয়ার আগেই জোরাজুরি করে রহিম দ্রুত হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে যান।

ডাক্তার নীনা বলেন, পৌনে দুইটার সময় অপারেশন থিয়েটারের দিকে যাচ্ছিলাম। এ সময় একজন এসে বলেন, তার বাবার পায়ে কাটা ফুটেছে ওষুধ লিখে দিতে। আমি বলেছি, আপনার বাবাকে নিয়ে আসুন তার পায়ের অবস্থা দেখে চিকিৎসা দেব। কিন্ত তিনি রেগে গিয়ে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে। চুলের মুঠি ধরে হাসপাতাল থেকে বের করে দেয়ারও হুমকি দেয়।

উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা হাদি জিয়াউদ্দিন আহমেদ বলেন, রহিম নামের একজন হাসপাতালে ঢুকে কর্তব্যরত ডাক্তারকে গালিগালাজসহ হেনস্থা করেছে। তার নামে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অবশেষে

অভিযুক্তকে গ্রেফতার করায় তিনি পুলিশকে ধন্যবাদ জানান।

আলমডাঙ্গায় স্বামী-স্ত্রী- কন্যাসহ আরো ৫ জনের করোনা শনাক্ত

আলমডাঙ্গায় স্বামী-স্ত্রী-কন্যা সহ আরো পাঁচজনের করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। গতকাল শনিবার রাত ৮টায় প্রত্যকের করোনা রেজাল্ট পজিটিভ এসেছে। এ নিয়ে আলমডাঙ্গায় মোট করোনা রোগীর সংখ্যা দাড়ালো ৯২ জনে।

উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাক্তার হাদি জিয়াউদ্দিন আহমেদ জানান, করোনার উপসর্গ দেখা দেয়ায় গত বৃহস্পতিবারে ৫ জনের নমূনা সংগ্রহ করে কুষ্টিয়ার পিসিআর ল্যাবে পাঠানো হয়েছিল। শনিবারে প্রত্যকের করোনা পিজিটিভ রেজাল্ট এসেছে।

এর মধ্যে পৌরসভার গোবিন্দপুর গ্রামের একই পরিবারের চাল ব্যবসায়ী, তার স্ত্রী ও কন্যার করোনা রেজাল্ট পজিটিভ এসেছে।

এছাড়া, গত বৃহস্পতিবারে কালিদাসপুর ইউনিয়নের পাইকপাড়া গ্রামে করোনা উপসর্গ নিয়ে মারা যাওয়া ঔষধ কোম্পানীর প্রতিনিধি ফিরোজ মাহমুদের করোনা পজিটিভ এসেছে। তিনি মৃত্যুর আগে গোপালগঞ্জে একটি ঔষধ কোম্পানীতে বিক্রয় প্রতিনিধি হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

করোনা উপসর্গ দেখা দেয়ায় তিনি কর্মস্থল ছেড়ে আলমডাঙ্গার পাইকপাড়া গ্রামের বাড়িতে চলে আসেন। এবং গত বৃস্পতিবারে করোনা উপসর্গ নিয়েই মৃত্যুবরণ করেন। সেদিনই তার নমূনা সংগ্রহ করে কুষ্টিয়ার পিসিআর র্যাবে পাঠানো হয়।

আর একজন পৌরসভার কলেজপাড়ার বাসিন্দা। তিনি চুয়াডাঙ্গা ডিসি অফিসে কর্মরত রয়েছেন বলে জানা গেছে।

আলমডাঙ্গায় মাস্কবিহীন ২৮ জনকে জরিমানা

আলমডাঙ্গায় মাস্কবিহীন ২৮ জনকে জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। গতকাল শনিবার পৌর শহরের লালব্রীজ মোড়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলী।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, মার্চ মাস থেকে শুরু হওয়া করোনা মহামারি ৪ মাস অতিবাহিত হলেও এখনও আক্রান্তের হার উর্দ্ধমুখি রয়েছে। প্রতিদিনই প্রাণ হারাচ্ছেন অসংখ্য মানুষ। তবুও মানুষের মাঝে এখনও সেভাবে সচেতনতা গড়ে ওঠেনি। অনেকেই মাস্কবিহীন বাড়ি থেকে বের হয়ে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

মানুষের মাঝে সচেতনতা তৈরী করতে শনিবারে এরকম ২৮ জনকে জরিমানা করা হয়েছে। এ সময় আদালতে নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন থানার এএসআই কামরুল ইসলাম।

একই সময়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলী পৌর শহরে দরিদ্র পথচারীদের মাঝে মাস্ক ও সাবান বিতরণ করেন।

তিনি শহরের মোড়ে মোড়ে দাড়িয়ে মাস্ক ও সাবান বিতরণ করেন।

চুয়াডাঙ্গার কুলপালাই সেচ্ছাসেবী সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ও দুস্থদের মাঝে সাহায্য

প্রদান

চুয়াডাঙ্গা জেলার কুলপালা গ্রামে “পোর পিপলু ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন” নামের একটি সেচ্ছাসেবী সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে।

আজ শুক্রবার বিকাল ৫ ঘটিকার সময় কুলপালা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মিলাদ মাহফিলের মাধ্যমে “পোর পিপলু ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন” সংস্থার উদ্বোধন করা হয়। সেই সাথে গরীব ও দুস্থ মানুষের মাঝে সাহায্যের হাত বাড়ানো হয়।

এই সময় উপস্থিত ছিলেন ‘পোর পিপলু ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন’র সভাপতি মোঃ রাজিব হাসান, সাধারণ সম্পাদক তানভীর হাসান, ক্যাশিয়ার রনি, সাংগঠনিক সম্পাদক নাজমুল হোসেন, দপ্তর সম্পাদক নয়ন, প্রচার সম্পাদক পারিকুল ইসলাম প্রমুখ।

উক্ত অনুষ্ঠানে দুইটি গরীব দুস্থ পরিবারের মাঝে ছাগল বিতরণ করা হয়েছে। যাতে তারা কিছুটা হলেও স্বাবলম্বী হতে পারে।

সভাপতি রাজীব হাসান জানান, আমাদের এই সংস্থাটির মূল লক্ষ্য গরীব দুঃখী মানুষের সাহায্য করা। আমরা গরীব, দুঃখী মানুষের পাশে সব সময় থাকবো।

সংস্থাটি এগিয়ে নেয়ার জন্য সার্বিকভাবে সহযোগিতা করছেন ফাউন্ডার রাসেল হাসান,বিপুল হোসেন,ফরাদ হোসেন প্রমুখ।

আলমডাঙ্গায় মাস্কবিহীন ২৪ জনকে জরিমানা

আলমডাঙ্গায় মাস্কবিহীন ২৪ জনকে জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমান আদালত।

শুক্রবার (১৭ জুলাই) পৌর শহরের মোড়ে মোড়ে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলী।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, মার্চ মাস থেকে শুরু হওয়া করোনা মহামারি ৫ মাস অতিবাহিত হলেও এখনও আক্রান্তের হার উর্দ্ধমুখি রয়েছে। প্রতিদিনই প্রাণ হারাচ্ছেন অসংখ্য মানুষ।

তবুও মানুষের মাঝে এখনও সেভাবে সচেতনতা গড়ে ওঠেনি। অনেকেই মাস্কবিহীন বাড়ি থেকে বের হয়ে যথেচ্ছ ঘুরে বেড়াচ্ছেন। মানুষের মাঝে সচেতনতা তৈরী করতে শুক্রবারে এরকম ২৪ জনকে জরিমানা করা হয়েছে।

একই সময়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলী পৌর শহরে দরিদ্রদের মাঝে মাস্ক ও সাবান বিতরন করেছেন। তিনি শহরের মোড়ে মোড়ে দাড়িয়ে মাস্ক ও সাবান বিতরন করেন।

দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বৃক্ষরোপণের উদ্ধোধন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে “মুজিববর্ষে” সারাদেশে এককোটি বৃক্ষের চারা রোপণ কর্মসূচির আওতায় দামুড়হুদা উপজেলায় উপজেলা প্রশাসন ও সামাজিক বন বিভাগের সমন্বয়ে বৃক্ষ রোপণ ও চারা বিতরণ করা হয়েছে।

আজ বৃক্ষরোপণ শুভ উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব দিলারা রহমান। এসময় তিনি নিজ হাতে জনসাধারণের হাতে বৃক্ষের চারা তুলে দেন এবং সবাই কে মুজিববর্ষে অন্তত একটি করে চারা রোপনের আহবান জানান ।

সেই সাথে দামূড়হুদা উপজেলা ভূমি অফিসের পিছনের পরিত্যক্ত জায়গায় ফলজ বাগান করার অভিপ্রায়ে বিভিন্ন প্রজাতির ফলজ গাছের চারা রোপন করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা সহকারী কমিশনার ভুমি মহিউদ্দিন সহ উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা বৃৃৃৃন্দ।

জীবননগরে পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

জীবননগর উপজেলা হাসাদাহ ইউনিয়নের শ্রীরামপুর গ্রামে তিন বছর বয়সী এক শিশুর খেলাচ্ছলে বাড়ির পার্শ্বে পরিত্যক্ত ডোবাতে পড়ে করুণ মৃত্যু হয় বলে জানা যায়।

শুক্রবার বেলা ১২টার দিকে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। জানা যায়, হাসাদাহ ইউনিয়নের বৈদ্যনাথপুর গ্রামের কওছার আলীর ছেলে একই ইউনিয়নের শ্রীরামপুর গ্রামের লাল মোহাম্মদের মেয়ে শারমিনের সাথে বিয়ে হয়।

বিয়ের পর থেকেই মনির হোসেন শ্বশুর বাড়িতে ঘর জামাই থাকেন। মনির হোসেনের শ্বশুর বাড়িতেই এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। শাহার আলী মনির হোসেনের এক মাত্র ছেলে।

তার মৃত্যুতে মনির হোসেনের পরিবারের সকল সদস্যসহ এলাকায় এক শোকের ছায়া নেমে আসে।

দামুড়হুদায় সি আর সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামী আটক

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা থানা পুলিশের অভিযানে ০৬ মাসের সিআর সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি আব্দুল হান্নান আলীকে আটক করেছে দামুড়হুদা থানা পুলিশ।

বৃহস্পতিবার (১৬ জুলাই) দুপুর ১ টার দিকে আটক করা হয়। আটককৃত আব্দুল হান্নান দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের কুতুবপুর গ্রামের নসকর শেখের ছেলে।

থানা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো: আব্দুল খালেক এর নেতৃত্বে এএস আই মো: বিল্লাল হোসেন, এএস আই মো: মুজিবর রহমান, সঙ্গীয় ফোর্সসহ, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কুতুবপুর গ্রামে নিজ বসত বাড়ীতে অভিযান চালিয়ে আটক করা হয়।

আটককৃত আব্দুল হান্নান আলীর দামুড়হুদা থানায় ১টি মামলায় আদালত তাকে ০৬ মাসের কারাদণ্ড দেন। এরপর থেকে আব্দুল হান্নান পলাতক ছিলেন।

দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের একটি দল আজ দুপুর ১ টার দিকে গোপনে নিজ বাড়িতে অভিযান চালিয়ে আটক করেছেন বলে জানান পুলিশ।